প্রকাশিত গেজেট এবং অতঃপর

বিশ্বের প্রতিটি সভ্য দেশে সরকারের বিভিন্ন নীতি-নির্ধরণী সিদ্ধান্তসমূহ প্রজ্ঞাপন আকারে সরকারী গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অতঃপর গেজেট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বেতন নির্ধারণীপত্র তৈরী করে থাকেন। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। কিন্তু সম্প্রতি এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে 'বাংলাদেশ গেজেট'-এর অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সোমবার, অক্টোবর ২৬, ১৯৯৮ -এ। এতদসংগে গেজেটের ভূমিকা অংশটুকু হুবহু তুলে দেওয়া হল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ- ১১ কার্তিক, ১৪০৫ বাংলা/ ২৬শে অক্টোবর ১৯৯৮ ইং এসআরও নং- ২৩৭-আইন/৯৮- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং উক্ত সংবিধানের ১৪০ (২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শ ক্রমে এবং "The Thachers And Non-teaching Staff of Nationalised Colleges (Dirctorate of public instruction) Absorption Rules, 1981''. বাতিল ক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন— যথা-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। (১) এই বিধিমালা জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

(ক) 'অশিক্ষক' অর্থ দফা (জ)-এ বিধৃত শর্তানুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষক নহে এমন যে কোন ব্যক্তি;

(খ) 'কমিশন' অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে—
কাজী রকিব উদ্দনী আহমদ

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, গেজেটখানা প্রকাশের পাঁচ মাস অতিবাহিত হবার পরেও অদ্যবধি এর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, কিছুসংখ্যক স্বার্থপর শিক্ষকদের দিয়ে কোন এক অদৃশ্য অপশক্তি '৯৮ বিধিকে অতি সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে মাননীয় হাই কোর্ট থেকে রুশনিশি জারি করিয়েছে। উক্ত রুশনিশিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আত্মীকৃত কলেজ শিক্ষকদের তিন মাসের জন্য সর্বপ্রকার পদোন্নতি, বদলী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা স্থগিত থাকবে। এবং উক্ত সময়ের মধ্যে ঐসব সার্থান্বেষী মহল পদোন্নতিসহ সকল সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে নেবার অপচেষ্টা করবে। এদের অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আইন কোন বিশেষ মহলের স্বার্থোদ্ধারের জন্য নয়, বরং আইন জনস্বার্থে সবার জন্য সদা উন্মুক্ত।

এক্ষেত্রে আমি আমার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চাই, ১৯৯৮ অক্টোবর ২৬, প্রকাশিত গেজেটের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তার আশু বাস্তবায়ন একান্ত কর্তব্য। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। তা না হলে সরকারের ভাবমূর্তি বহুলাংশ খর্ব হবে এবং ভবিষ্যতে এ সকল গেজেটে প্রজ্ঞাপনের উপর থেকে জনগণ আস্থা হারাবে। কারণ যে গেজেটে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষর রয়েছে, এ মুহূর্তে তার বাস্তবায়ন একান্তভাবে অপরিহার্য। এ ব্যাপারে আবারও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেদের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ আঃ রশিদ খান, বিএবিএড, অবসর প্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার, ছাতিয়ানতলা স্টেশন বাজার, যশোর।

তারিখ ... MAR 10 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২